এখলাছে নিয়ত বা নিয়ত সহীহ করা

মহান আল্লাহর আদেশসমূহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পালন করার বিবরণ

পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّه وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ –

অর্থাৎ হাঁ যে ব্যক্তি নিজের চেহারা আল্লাহ তাআলার সামনে ঝুঁকাইয়াছে, আর সে এখলাছসম্পন্ন, এইরূপ ব্যক্তি তাহার বিনিময় তাহার প্রতিপালকের নিকট লাভ করিয়া থাকে। এই রকম লোকদের কোন প্রকার ভয় নাই আর তাহারা চিন্তিতও হইবে না। –(সূরা বাকারা)

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরো বলেন–

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ –

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশেই ব্যয় কর। –(সূরা বাকারা)

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ –

মহানা আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজ আমলের বিনিময় চাহিবে তাহাকে দুনিয়াতেই দিয়া দিব। যে ব্যক্তি আখেরাতে বিনিময় চাহিবে আমি তাহাকে আখেরাতে সওয়াব দান করিব। শোকরগোজারদের শীঘ্রই বিনিময় দেওয়া হইবে (যাহারা আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার আশায় আমল করে, তাহাদেরকে আখেরাতে বিনিময় দেওয়া হইবে)।

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

সূরা শোআরায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, হযরত সালেহ তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের বলিয়াছেন, তোমাদের নিকট এই তাবলীগের জন্য আমি কোন বিনিময় চাই না। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার বিনিময় রহিয়াছে। —(সূরা শোআরা)

মহান আল্লাহ আরো বলেন—

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

অর্থাৎ— যাহারা সদকা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশে দেয়, তাহারা নিজেদের সম্পদ ও সওয়াব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। —(সূরা রোম)

সূরা আরাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

অর্থাৎ— একমাত আল্লাহ তায়ালারই এবাদত কর এবং তাঁহাকেই ডাক।

—(সূরা আরাফ)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

অর্থাৎ— আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্বোরবানীর গোশত রক্ত কিছুই পৌঁছে না, তোমাদের তাকওয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছে। —(সূরা হজ্ব)

বিষয়ভিত্তিক হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ -

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না। তিনি তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমল দেখেন। —(মুসলিম)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে একথাই বোঝানো হইয়াছে যে, তোমাদের চেহারা এবং ধনসম্পদের ভিত্তিতে তোমাদের বিচার হইবে না; বরং তোমাদের অন্তরের এখলাছ এবং আমল দেখিয়া তোমাদের বিচার করা হইবে।

(٢) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ-

(২) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)—কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, নিয়তের উপরই সকল আমল নির্ভর করে। মানুষ তাহাই পাইবে যাহা সে নিয়ত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁহার রাছূল (ছঃ)—এর হিজরত করে তবে তাহার হিজরত হইবে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার রাছূল (ছঃ)—এর জন্য। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ অথবা দুনিয়ার কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশে হিজরত করিয়াছে, অন্য যে উদ্দেশে বা নিয়তে সে হিজরত করিয়াছে তাহার হিজরত সেই উদ্দেশেই বিবেচিত হইবে। —(বোখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ : اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ -

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, (রোজ কেয়ামতে) মানুষদেরকে তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হইবে (প্রত্যেকের সহিত তাহার নিয়ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হইবে)। —(ইবনে মাজা)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ -

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন এক বাহিনী কাবা ঘরের উপর হামলার জন্য বাহির হইবে। এক মরুপ্রান্তরে পৌঁছিবার পর তাহাদেরকে মাটিতে প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সবাইকে কিভাবে প্রোথিত করা হইবে? সেখানে তো বাজারের লোক থাকিবে, সেই বাহিনীতে অংশগ্রহণ না করা লোকও থাকিবে। রাছূল (ছঃ) বলিলেন, সকলেই প্রোথিত হইবে, তারপর নিয়ত অনুযায়ী প্রত্যেকের বিচার করা হইবে। —(বোখারী)

(٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ -

(৫) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলেন, মদীনায় তোমরা এমন কিছু লোক রাখিয়া আসিয়াছ, তোমরা যে পথে চলিয়াছ, যাহা কিছু ব্যয় করিয়াছ, পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করিয়াছ, সে সব আমলে তাহারা তোমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম বলিলেন,

মদীনায় থাকিয়াও কিভাবে তাহারা আমাদের সঙ্গে শরিক থাকিল? রাছূল (ছঃ) বলিলেন, (তোমাদের সহিত বাহির হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) ওজরের কারণে তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইতে পারে নাই। —(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীস হইতে বোঝা যায়, মানুষ কোন কাজ করার জন্য নিয়ত করার পর ওজরের কারণে যদি তাহা করিতে সক্ষম না হয়, তবু সেই আমলের সওয়াব লাভ করে। —(বজলুল মাজহুদ)

(٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ص فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَ جَلَّ قَالَ : قَالَ –

(৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, পাপ পুণ্য সম্পর্কে একটি ফয়সালা মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের দিয়া লেখাইয়াছেন। তারপর ইহার ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেহ ভালো কাজের ইচ্ছা করার পর যদি সেই কাজ করিতে সক্ষম না হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার আমলনামায় একটি নেকী লিখিয়া দেন। যদি ইচ্ছার পর সেই কাজ করে তবে ১০টি নেকী লেখা হয়। এমনকি ৭ শত বরং তাহার চাইতে কয়েকগুণ বেশী লেখা হয়। কেহ যদি কোন পাপ করার ইচ্ছা করে তারপর সেই কাজ হইতে বিরত থাকে, তবে সেই বিরত থাকার কারণেও একটি পুণ্য আমলনামায় লেখা হয়। যদি পাপের ইচ্ছা করার পর পাপ করে তবে আমলনামায় একটি পাপই লেখা হয়। —(বোখারী)

(٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ : قَالَ رَجُلٌ –

(৭) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি মনে মনে বলিল, আমি আজ সদকা করিব। তারপর এক চোরের হাতে তাহা প্রদান করিল। সকালে লোকদের মধ্যে আলোচনা হইল, চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি সদকা দিয়াছিল সে বলিল, হে আল্লাহ! তোমার জন্যই প্রশংসা। তারপর সে সংকল্প করিল, আজ রাতেও সদকা করিব। তারপর রাতে সদকার জিনিস লইয়া বাহির হইল এবং একজন ব্যভিচারিনী মহিলাকে দিল। সকালে লোকদের মধ্যে এই মর্মে আলোচনা হইল যে, ব্যভিচারিনী মহিলাকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিনী মহিলাকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও তোমার জন্য প্রশংসা। পুনরায় রাত্রিকালে সে সদকার নিয়ত করিল। তারপর একজন ধনী লোকের হাতে সদকার জিনিস দিয়া

দিল। সকালে এই মর্মে আলোচনা হইল যে, একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সেই ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! চোর, ব্যভিচারিনী মহিলা এবং ধনী লোককে সদকা দেওয়ার কারণে তোমার জন্য প্রশংসা। রাত্রিকালে স্বপ্নে তাহাকে বলা হইল, তোমার সদকা চোরের হাতে এজন্য পৌঁছানো হইয়াছে হয়তো ইহার কারণে সে চুরির অভ্যাস হইতে বিরত থাকিবে। ব্যভিচারিনী মহিলার হাতে এ কারণে পৌঁছানো হইয়াছে হয়তো সে ব্যভিচার হইতে নিজেকে দূরে রাখিবে। ধনীর হাতে এজন্য পৌঁছানো হইয়াছে যেন সে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আল্লাহ তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন সেই সব জিনিস হইতে হয়তো সে শিক্ষা লাভ করিবে। —(বোখারী)

ফায়দা ঃ দানকারীর এখলাছের কারণে মহান আল্লাহ তাহার ৩টি সদকাই কবুল করিয়াছেন।

(٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص –

(৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)—কে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ৩ জন লোক বাহির হইয়াছিল। রাত্রি যাপনের জন্য তাহারা এক গুহায় প্রবেশ করিল। পাহাড় হইতে একটি বড় পাথর আসিয়া গুহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা বলিল, এই পাথর হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে, সকলে নিজ নিজ সৎকাজের উছিলায় মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করা। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা ছিল বৃদ্ধ। তাহাদেরকে দুধ পান করানোর আগে আমি আমার স্ত্রী, সন্তান এবং দাস দাসীদেরকে দুধ পান করাইতাম না। একদিন এক কাজে আমি দূরে গিয়াছিলাম। ফিরিতে বেশ দেরী হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখি তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম হইতে তাঁহাদেরকে জাগানো আমার পছন্দ হইল না। পিতামাতাকে দুধ পান করানো আগে অন্যদেরকে দুধ পান করানো সমীচীন মনে হইল না। দুধের পাত্র হাতে পিতামাতার মাথার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহারা ঘুম হইতে জাগ্রত হইলে তাহাদেরকে দুধ পান করাইলাম। হে আল্লাহ! এই কাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে করিয়া থাকি তবে আমরা যে পাথরের কারণে বিপদে পড়িয়াছি তাহা হইতে আমাদেরকে মুক্তি দাও। এই দোয়া করার পর পাথর কিছুটা সরিয়া গেল, কিন্তু বাহিরে আসা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোনকে আমি ভীষণ ভালোবাসিতাম। একবার তাহার মাধ্যমে আমার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু সে সম্মত হইল না। পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষের কারণে সে আমার নিকট আসিতে বাধ্য হইল। নির্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করার শর্তে আমি তাহাকে ১২০ দিনার দিলাম। তাহাকে আমার আয়ত্ত্বে আনিবার পর সে বলিল, তুমি আমাকে ভোগ করিতে চাও, কিন্তু তোমার জন্য আমি এই কাজ বৈধ মনে করি না। একথা শুনিয়া আমি মন্দ ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম এবং দূরে সরিয়া গেলাম। অথচ আমি তাহাকে ভালোবাসিতাম। তাহাকে দেওয়া স্বর্ণের দিনার আমি তাহাকে দিয়া দিলাম। হে আল্লাহ! এই কাজ যদি তোমার সন্তুষ্টির আশায় আমি করিয়া থাকি তবে তুমি আমাদের এই বিপদ দূর করিয়া দাও। এই দোয়ার পর পাথর আরো কিছুটা সরিয়া গেল, কিন্তু বাহির হওয়া সম্ভব হইল না।

তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছিলাম। কাজের শেষে তাহাদেরকে পারিশ্রমিকও পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু একজন শ্রমিক তাহার পারিশ্রমিক না লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার পাওনা অর্থ ব্যবসার কাজে লাগাইলাম। কিছু দিন পর সে ফিরিয়া আসিল এবং পারিশ্রমিক দাবী করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, এইসব উট, গরু, বকরী, ক্রীত দাস সবই তোমার পারিশ্রমিক। সে বলিল, আমার সহিত ঠাট্টা করিও না হে আল্লাহর বান্দা। আমি বলিলাম, আমি ঠাট্টা করি না। সব বলার পর সে সবকিছু লাইয়া গেল। হে আল্লাহ! এই কাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে আমাদেরকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। এই দোয়ার পর পাথর সম্পূর্ণ সরিয়া গেল। তাহারা সবাই বাহিরে আসিল। —(বোখারী)

(৯) عَنْ أَبِىْ كَبْشَةَ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ-

(৯) হযরত আবু কাবশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি শপথ করিয়া ৩টি কথা তোমাদেরকে বলিতেছি। তারপর একটি কথা বিশেষভাবে তোমাদেরকে বলিব। সে কথা তোমরা মনে রাখিবে। (১) সদকা করার কারণে বান্দার কোন জিনিস কম হয় না। (২) যাহার উপর অত্যাচার করা হয় এবং অত্যাচার সত্ত্বেও সে ধৈর্য ধারণ করে, এই ধৈর্য ধারণের কারণে আল্লাহ তাহার সম্মান বৃদ্ধি করেন। (৩) যে ব্যক্তি লোকদের নিকট ভিক্ষার দ্বার উন্মোচন করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য অভাবের দ্বার উন্মোচন করেন। তোমরা মনে রাখিবে, দুনিয়ায় চার প্রকারের মানুষ থাকে। (১) আল্লাহ তায়ালা যাহাকে সম্পদ এবং জ্ঞান দান করিয়াছেন সে নিজ সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। আত্মীয়তা রক্ষা করে। সে একথাও জানে, এই সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে। এই ব্যক্তি রোজ কেয়ামতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মর্যাদায় অবস্থান করিবে। (২) আল্লাহ তায়ালা যাহাকে জ্ঞান দিয়াছেন অথচ সম্পদ দেন নাই। সে যদি খাঁটি মনে আকাঙ্ক্ষা করে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকিত তবে আমিও অমুকের মতো ব্যয় করিতাম। নিয়তের কারণে এই ব্যক্তি ও দানশীল ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। (৩) আল্লাহ তায়ালা যাহাকে সম্পদ দিয়াছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেন নাই। জ্ঞান না থাকার কারণে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সম্পদ ব্যয়ে সে আল্লাহকে ভয় করে না আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখে না। সে জানে না যে, এই সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম মর্যাদায় থাকিবে। (৪) আল্লাহ তায়ালা যাহাকে অর্থ সম্পদও দেন নাই জ্ঞান ও দেননি। সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে, আমার নিকট সম্পদ থাকিলে তবে আমিও অমুকের মতো অপব্যয় করিতাম। এই রকমের নিয়ত করার কারণে তাহার পাপ হয়, তাহার এবং উল্লিখিত তৃতীয় ব্যক্তির পাপ সমান হইয়া যায়। —(তিরমিজি)

(١٠) عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَن اكْتُبِىْ إِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِىْ عَلَىَّ قَالَ : فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا إِلى مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ -

(১০) মদীনার এক ব্যক্তি বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একখানি চিঠি লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন, আমাকে দীর্ঘ নহে, সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ লিখিয়া প্রেরণ করুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সালাম, আল্লাহর প্রশংসা এবং রাছূলের (ছঃ) প্রতি দরূদের পর লিখিলেন, রাছূল (ছঃ)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, মানুষের অসন্তুষ্টির চিন্তা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির চিন্তা ত্যাগ করিয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা করিতে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের হাতে ন্যস্ত করেন। ওয়াস সালামু আলাইকা, অর্থাৎ আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক। —(তিরমিজি)

(١١) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صـ : إِنَّ اللّٰهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِى بِهِ وَجْهُهُ –

(১১) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, মহান আল্লাহ মানুষের সব কাজের মধ্যে শুধু সেই কাজ পছন্দ করেন যাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে হইয়া থাকে। সেই কাজে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পাওয়াই উদ্দেশ হইয়া থাকে। –(নাসাঈ)

(١٢) عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ : إِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هذه الأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا ، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاتِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ –

(১২) হযরত সাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, দুর্বল, ভগ্ন অবস্থা সম্পন্ন লোকদের দোয়া, নামায এবং তাহাদের এখলাছের কারণে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের সাহায্য করিয়া থাকেন। –(নাসাঈ)

(١٣) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ صـ قَالَ –

(১৩) হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, ঘুমাইবার জন্য কেহ যদি বিছানায় যায় এবং রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে সকালে তাহার গুম ভাঙে। এই রকম ব্যক্তির আমলনামায় তাহাজ্জুদ আদায়ের সওয়াব লেখা হইবে। এই ব্যক্তির ঘুম তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে দান স্বরূপ হইবে। –(নাসাঈ)

(١٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ–

(১৪) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)–কে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, কেহ যদি দুনিয়া পাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির সকল কাজ বিশৃঙ্খল করিয়া দেন। তাহার চোখের সামনে থাকে, অভাব অনটন। কিন্তু দুনিয়া হইতেও ততটুকুই সে পায় যতটুকু আগেই তাহার জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আখেরাতের কল্যাণ পাওয়ার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল কাজ সহজ করিয়া দেন, তাহার অন্তরকে অভাবমুক্ত করেন। তারপর দুনিয়া অপমানিত হইয়া তাহার সামনে উপস্থিত হয়। –(ইবনে মাজা)

(١٥) عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ –

(১৫) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, ৩টি অভ্যাস এমন রহিয়াছে যাহার কারণে মোমেনের অন্তর হিংসা এবং খেয়ানত হইতে পরিচ্ছন্ন থাকে। (১) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। (২) শাসকদের মঙ্গল কামনা করা। (৩) মুসলমানদের দলের সহিত সম্পৃক্ত থাকা। জামাতের সহিত যাহারা থাকে, জামাতের লোকদের দোয়া তাহাদেরকে চারিদিকে হইতে ঘিরিয়া রাখে। –(ইবনে হাব্বান)

(١٦) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ –

(১৬) হযরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)–কে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, যাহাদের মনে এখলাছ রহিয়াছে তাহাদের জন্য সুসংবাদ। অন্ধকারের মাঝে তাহারা আলোর মতো। তাহাদের কারণে সকল প্রকার ফেতনা ফাছাদ দূর হইয়া যায়। –(বায়হাক)

(١٧) عَنْ أَبِى فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : نَادى رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰه! مَا الايْمَانُ؟ قَالَ : الاخْلاص–

(১৭) হযরত আবু ফেরাছ (রাঃ) ছিলেন আসলাম গোত্রের অধিবাসী। তিনি বলেন, রাছূল (ছঃ)–কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ঈমান কি জিনিস? তিনি বলিলেন এখলাছ হইতেছে ঈমান। –(বায়হাকী)

(١٨) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ صَدَ قَةُ السِّرِّ تُطفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ–

(১৮) হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, গোপনে সদকা দেওয়ায় আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ দূর হইয়া যায়। –(তিবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(١٩) عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صـ –

(১৯) হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এমন একজন লোক রহিয়াছে, যে ভালো কাজ করে, এ কারণে মানুষ

তাহার প্রশংসা করে। এই লোক সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, ইহা মোমেন বান্দার নগদ পুরস্কার। –(মুসলিম)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে একথাই বোঝানো হইয়াছে যে, মোমেন বান্দা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পুরস্কার লাভ করিবে, কিন্তু দুনিয়ায়ও মানুষ তাহার প্রশংসা করে। যদি কাজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকে তবে এইরূপ হইবে। মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকিতে পারিবে না।

(٢٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ -

(২০) রাছূল (ছঃ)–এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)–এর নিকট আমি এইা আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলাম–

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ -

অর্থাৎ– যে সব লোক দান করে, যাহা দান করে সে ব্যাপারে তাহাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

জিজ্ঞাসার পাশাপাশি হযরত আয়েশা (রাঃ) রাছূল (ছঃ)–কে প্রশ্ন করিলেন, এই আয়াতে কি সেই সব লোককে বুঝানো হইয়াছে যাহারা মদ পান করে এবং চুরি করে? রাছূল (ছঃ) বলিলেন, হে আবু বকরের কন্যা! এই আয়াতে সেই সব লোকদের কথা বুঝানো হইয়াছে যাহারা রোযা রাখে, নামায আদায় করে এবং সদকা খয়রাত করে। আর তাহারা এরকম ভয় করে যে, তাহাদের আমল কবুল হইবে কি হইবে না। এই সব লোক দ্রুততার সহিত কল্যাণ লাভ করিতেছে এবং এই ক্ষেত্রে অগ্রগামী হইতেছে। –(তিরমিজি)

(٢١) عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ -

(২১) হযরত সাদ (রাঃ) বলেন, রাছূল (ছঃ)–কে এই কথা বলিতে আমি শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা সেই রকম তাকওয়াসম্পন্ন বান্দাকে পছন্দ করেন যে বান্দা আল্লাহর মাখলুকের ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব পোষণ করেন এবং যে ব্যক্তি নিজেকে গোপন রাখেন। –(মুসলিম)

(٢٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ص -

(২২) হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, কেহ যদি এমন পাথরের ভিতর বসিয়া কোন আমল করে যে পাথরের কোন ছিদ্র নাই, তবুও সেই আমল মানুষের নিকট প্রকাশ হইয়া যাইবে। সেই আমল ভালো হউক অথবা মন্দ হউক। –(বায়হাকী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে একথাই বোঝানো হইয়াছে যে, ভালো মন্দ সবকিছু প্রকাশ হইয়া যাইবে। কাজেই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যপূর্ণ সৎকাজ করিয়া সেই কাজ বিনষ্ট করা কি দরকার? মন্দ কাজ গোপন করার চেষ্টা করিয়াও কোন লাভ হইবে না। তাহাও প্রকাশ হইয়া যাইবে। –(তরজমানুস সুন্নাহ)

(٢٣) عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ أَبِيْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَا نِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عَنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ : وَاللّٰهِ! مَاإِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ص فَقَالَ : لَكَ مَانَوَيْتَ يَايَزِيْدُ! وَلَكَ مَاأَخَذْتَ يَامَعْنُ!-

(২৩) হযরত মা'ন ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার পিতা ইয়াজিদ কয়েকটি দিনার দান করার উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তারপর সেই দিনার মসজিদে এক লোকের নিকট রাখিয়া আসিলেন। আমি মসজিদে গেলাম এবং সেই লোকটির নিকট হইতে দিনার লইয়া ঘরে আসিলাম। আমার পিতা বলিলেন, আল্লাহর নামে শাপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এই দিনার তোমাকে দেওয়ার নিয়ত করি নাই। আমার পিতাকে লইয়া আমি রাছূল (ছঃ)–এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে সব কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, হে ইয়াজিদ! তুমি সদকা করার জন্য নিয়ত করিয়াছ, তাহার সওয়াব তুমি পাইয়াছ। আর হে মা'ন তুমি যাহা লইয়াছ তাহা তোমার হইয়াছে। –(বোখারী)

(٢٤) عَنْ طَاؤُوْسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! -

(২৪) হযরত তাউস (রঃ) বর্ণনা করেন, একজন সাহাবী রাছূল (ছঃ)–কে বলিলেন, কখনো আমি সৎকাজের উদ্দেশে অগ্রসর হই এবং সেই কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়াই থাকে আমার লক্ষ্য। তবে এই রকম চিন্তাও মনে জাগে, মানুষ আমার কাজ দেখুক। রাছূল (ছঃ) একথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন, কোন কথা বলিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তখন এই আয়াত নাযিল করেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احداً ،

অর্থাৎ- কেহ যদি তাহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা রাখে সে যেন সৎকাজ করিতে থাকে এবং তাহার প্রতিপালকের এবাদতে কাহাকেও অংশীদার না করে। -(তাফসীরে ইবনে কাছির)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত আয়াতে যে শিরক সম্পর্কে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা হইতেছে প্রদর্শনবাদিতা বা রিয়া। আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে কেহ আমল করিলেও যদি সেই আমলের মধ্যে প্রবৃত্তির কোন উদ্দেশ্য শামিল থাকে, তবে তাহা এক প্রকার গোপন শিরক। এই শিরক মানুষের আমল বিনষ্ট করে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তাঁহার অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পুরস্কার পাওয়ার আগ্রহ লইয়া আমল করার বিবরণ

(٢٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ -

(২৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, ৪০টি সৎকাজের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সৎকাজ হইতেছে নিজের বকরী কাহাকেও দিয়া দেওয়া। সে বকরীর দুধ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পর উহা মালিককে ফেরত দিবে। সওয়াবের আশা করিয়া কেহ যদি ৪০টি আমলের যে কোন একটি আমল করে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে কৃত অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে।

ফায়দা ঃ ৪০টি সৎকাজ কি কি, রাছূল (ছঃ) তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্যই স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। মানুষ যেন আগ্রহী হইয়া যে কোন সৎকাজ করে এবং মনে মনে আশা করে, হয়তো এই কাজও ৪০টি সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত হইবে, হাদীসে যাহার অসামান্য ফজিলত উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষ যেন ঈমান এবং আশাবাদের সহিত সেই সৎকাজ করিতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তায়ালা বিনিময়ের যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার প্রতি যেন বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

(٢٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ -

(২৬) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, কেহ যদি আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিয়া কোন মুসলমানের জানাযার সহিত গমন করে এবং জানাযা ও দাফন কাজে অংশ নেয়, তবে সে দুই কিরাত সওয়াব পাইবে। প্রত্যেক কিরাত হইতেছে ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ। যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করিবে তারপর ফিরিয়া আসিবে, সে এক কিরাত সওয়াব পাইবে। -(বোখারী)

ফায়দা ঃ এক দিরহামের ১২ ভাগের ১ ভাগকে কিরাত বলা হয়। আরবে সেই যুগের শ্রমিকদেরকে তাহাদের কাজের বিনিময় কিরাত হিসাবে দেওয়া হইত। রাছূল (ছঃ) উপরোক্ত হাদীসে কিরাত শব্দের উল্লেখ করেন এবং একথাও বলেন, কিরাত বলিতে যেন দুনিয়ার কিরাত মনে না করা হয়; বরং দুনিয়ার কাজের সওয়াব আখেরাতের কিরাত হিসাবে হইবে, যাহা দুনিয়ার কিরাতের তুলনায় ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়। -(মাআরেফে হাদীস)

(٢٧) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صـ -

(২৭) হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)-কে আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, তোমার পরে আমি এমন উম্মত পাঠাইব, যাহারা কোন পছন্দনীয় জিনিস লাভ করিলে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিবে। যখন কোন বিপদ মসিবতের সম্মুখীন হইবে তখন ধৈর্য ধারণ করিবে এবং আল্লাহর অঙ্গীকারকৃত সওয়াবের আশা করিবে। অথচ তাহাদের ধৈর্য ধরার শক্তি ও আলেম থাকিবে না। হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কিভাবে সওয়াবের আশা করিয়া ধৈর্য ধারণ সম্ভব হইবে যেখানে তাহাদের ধের্য সহিষ্ণুতা ও এলেম কোনটাই নাই? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি তাহাদেরকে আমার ধৈর্য সহিষ্ণুতা হইতে ধৈর্য এবং আমার এলেম হইতে এলেম দান করিব। -(মুস্তাদরাকে হাকেম)

(٢٨) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ -

(২৮) হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) এক হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান,

তুমি যদি প্রথমেই ধৈর্য ধারণ কর এবং সওয়াবের আশা কর তবে আমি তোমাকে বিনিময় হিসাবে জান্নাত দান করিব। ইহার চেয়ে কম কোন জিনিস দিব না।

–(ইবনে মাজা)

(٩٢) عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ –

(২৯) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, সওয়াবের আশায় মানুষ যখন নিজ পরিবার পরিজনের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তখন সে সদকা করার সওয়াব লাব করে। –(বোখারী)

(٣٠) عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ –

(৩০) হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির আশায় তুমি যাহা কিছু ব্যয় কর তোমাকে শীঘ্রই তাহার বিনিময় দেওয়া হইবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাবারের গ্রাস তুলিয়া দেওয়ার জন্যও সওয়াব পাইবে। –(বোখারী)

(٣١) عَنْ أُسَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صـ –

(৩১) হযরত উসামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা অর্থাৎ হযরত সাদ (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ), হযরত মোআজ (রাঃ) রাছূল (ছঃ)–এর নিকট উপস্থিত হইলাম। এই সময় রাছূল (ছ)–এর কন্যাদের পক্ষ হইতে একজন এই খবর লইয়া আসিল, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। রাছূল (ছঃ) এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যাহা লইয়া গিয়াছেন তাহা আল্লাহর জন্য যাহা দান, করিয়াছেন তাহাও আল্লাহর জন্য। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আশা পোষণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের যে পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই অঙ্গীকারের প্রতি যেন বিশ্বাসী থাকে। –(বোখারী)

(٣٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ –

(৩২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) আনসার মহিলাদের উদ্দেশে একথা বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার ৩টি সন্তানের মৃত্যু হইবে এবং সে ইহাতে (ধৈর্যশীল হইয়া) সওয়াবের আশা পোষণ করিবে, সে

জান্নাতে প্রবেশ করিবে। একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি ২ জন সন্তান মারা যায়? রাছূল (ছঃ) বলিলেন, যদি ২ জন মারা যায় তবু একই সওয়াব পাইবে।

–(মুসলিম)

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৩৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দার কোন আপন জনকে যদি তুলিয়া নেন এবং সেই বান্দা আল্লাহ তায়ালার এই কাজে ধৈর্য ধারণ করে ও সওয়াবের আশা করে এবং যাহা বলার আদেশ করা হইয়াছে তাহা বলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বিনিময় স্বরূপ জান্নাতের চেয়ে কম কোন কিছু দিবেন না (যে কথা বলার আদেশ করা হইয়াছে তাহা হইল ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। –(নাসাঈ)

(٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ!–

(৩৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বলিলাম হে রাছূল, আমাকে জেহাদ এবং গাজওয়া সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, যদি তুমি ধৈর্যশীল হও এবং সওয়াবের আশায় যুদ্ধ কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কেয়ামতের দিন ধৈর্যশীল এবং সওয়াবের আশাবাদী হিসাবে তুলিবেন। যদি তুমি লোক দেখানোর জন্য এবং বেশী পরিমাণ গনিমতের মাল পাওয়ার আশায় যুদ্ধ কর, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অহংকারী এবং বেশী গনিমত পাওয়ার আশা পোষণকারী হিসেবে উঠাইবেন। হে আবদুল্লাহ যে অবস্থার উপর তুমি যুদ্ধ করিবে অথবা নিহত হইবে, আল্লাহ তায়ালা সেই অবস্থার উপর কেয়ামতের দিন তোমাকে উঠাইবেন। –(আবু দাউদ)

রিয়াকারীর বিবরণ

বিষয়ভিত্তিক ক্বোরআনের আয়াত

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

অর্থাৎ– এইসব মোনাফেক যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় অলসভাবে, লোকদের দেখায় আর খুব কমই আল্লাহ তায়ালার জিকির করে।

–(সূরা নেসা)

মহান আল্লাহ আরো বলেন–

وَاِذَا قَامُوْآ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا –

অর্থাৎ– ঐ সব নামায আদায়কারীদের জন্য সর্বনাশ যাহারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। যাহারা এরকম তাহারাই রিয়াকার। –(সূরা মাউন)

ফায়দা ঃ কাজা করিয়া নামায আদায় করা অমনোযোগিতার সহিত নামায আদায় করা এবং কখনো নামায আদায় করা কখনো আদায় না করা এই সব কিছুই রিয়াকারীর অন্তর্ভুক্ত। –(কাশফুর রহমান)

বিষয়ভিত্তিক হাদীসে নববী

(٣٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صـ أَنَّهُ قَالَ –

(৩৫) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, দ্বীন বা দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা হয়। তবে আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে হেফাজত করেন (তাহাদের কথা আলাদা)। –(তিরমিজি)

ফায়দা ঃ আঙ্গুল দ্বারা ইশারার অর্থ হইতেছে বিখ্যাত হওয়া। হাদীসে একথাই বলা হইয়াছে যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে বিখ্যাত হওয়া দুনিয়ার ব্যাপারে বিখ্যাত হওয়ার চেয়ে বিপজ্জনক। কারণ বিখ্যাত হওয়ার পর অহংকার হইতে নিজেকে

রক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় কেহ যদি বিখ্যাত হইয়া যায় এবং এই বিখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহার নিজের কোন ভূমিকা না থাকে, প্রবৃত্তি ও শয়তান হইতে আল্লাহ রক্ষা করেন, তবে এইরূপ বিখ্যাত হওয়া ক্ষতিকর নহে। –(মাজাহেরে হক)

(٣٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ –

(৩৬) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি হযরত মোআজ (রাঃ) রাছূল (ছঃ)–এর কবরের পাশে কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বলিলেন, রাছূল (ছঃ)–এর নিকট একটি কথার কারণে আমি কাঁদিতেছি। রাছূল (ছঃ) বলিয়াছিলেন, লোক দেখানো সামান্য কাজও শিরক। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে সে আল্লাহ তায়ালাকে যুদ্ধের আহবান জানাইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সেই সব লোককে ভালোবাসেন যাহারা পুণ্যশীল, মুত্তাকী এবং এমনভাবে নিজেদেরকে গোপন রাখে যে, তাহারা উপস্থিত না হইলে তাহাদের খোঁজ নেওয়া হয় না, উপস্থিত থাকিলেও তাহাদেরকে ডাকা হয় না। কেহ তাহাদেরকে চিনিতে পারেনা। তাহাদের অন্তর হইতেছে হেদায়েতের চেরাগস্বরূপ। ফেতনার অন্ধকার হইতে তাহারা বাহির হইয়া যায়। অর্থাৎ, অন্তরের আলোর কারণে দ্বীনকে রক্ষা করে। –(ইবনে মাজা)

(٣٧) عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৩৭) হযরত মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষের অর্থ সম্পদের লোভ ও সম্মানের লোভ তাহার দ্বীনের যতটুকু ক্ষতি করে, ২টি ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেও অতোটা ক্ষতি করিতে পারে না। –(তিরমিজি)

(٣٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৩৮) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, কেহ যদি অন্যের উপর অহংকার করার জন্য, ধনী হওয়ার জন্য, সুনাম সুখ্যাতির জন্য দুনিয়া চায়, যদি ও তাহা বৈধ উপায়েই হোক, তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে এমনভাবে উপস্থিত করা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি ভীষণ

অসন্তুষ্ট হইবেন। যে ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার আশায়, পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করিতে চাওয়ার কারণে বৈধ উপায়ে দুনিয়া চায়, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কেয়ামতের দিন এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো চমকাইতে থাকিবে। —(বায়হাকী)

(٣٩) عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৩৯) হযরত হাসান (রঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, যে বান্দা বয়ান করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার বয়ানের উদ্দেশ্য কি ছিল, নিয়ত কি ছিল? হযরত জাফর (রঃ) বলেন, হযরত মালেক ইবনে দিনার এই হাদীস বর্ণনা করার সময় এতো বেশী কাঁদিতেন যে, তাঁহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া যাইত। তারপর তিনি বলিতেন, মানুষ মনে করে, তোমাদের সামনে বয়ান করার কারণে আমি চক্ষু শীতল হয়। কিন্তু আমি জানি, রোজ কেয়ামতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই বয়ানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন। —(বায়হাকী)

(٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৪০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, লোকদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে কেহ যদি আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিয়া যাহাদেরকে সে সন্তুষ্ট করিয়াছিল তাহারাও অসন্তুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে মানুষকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ তাহায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে যাহাদেরকে অসন্তুষ্ট করা হইয়াছিল তাহাদেরও আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট করেন। সেই সব অসন্তুষ্ট লোকের দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উত্তম করেন, সেই ব্যক্তির কথা ও কাজকে তাহাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেন। —(তিবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(٤١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ–

(৪১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)-কে আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি, রোজ কেয়ামতে যাহাদের প্রথমে বিচার করা হইবে

তাহাদের মধ্যে এমন লোকেরও বিচার হইবে, যে ব্যক্তি শহীদ হইয়াছে। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে উপস্থিত করা হইবে। তাহাকে দান করা সব নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা স্মরণ করাইবেন। সেই ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিবে। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই সব নেয়ামত দ্বারা তুমি কি কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির আশায় আমি যুদ্ধ করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমাকে শহীদ করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তুমি এই জন্য জেহাদ করিয়াছ যেন লোকে তোমাকে বীর বাহাদুর বলে। তারপর তাহাকে আদেশ শোনানো হইবে এবং উল্টা মুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে দ্বিতীয়ত এমন ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে যে ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করিয়াছে, অন্যকে শিখাইয়াছে এবং কোরআন পাঠ করিয়াছে। আল্লাহর সামনে তাহাকে হাজির করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেওয়া নেয়ামতসমুহ স্মরণ করাইয়া দিবেন। সে সেইসব স্বীকার করিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমার নেয়ামত দ্বারা তুমি কি কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির আশায় আমি দ্বীন শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য ক্বোরআন পাঠ করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, তুমি দ্বীন এইজন্য শিক্ষা করিয়াছ যেন লোকে তোমাকে আলেম বলে, আর ক্বোরআন এই জন্য পড়িয়াছ যেন লোকে তোমাকে ক্বারী বলে। সেসব বলা হইয়াছে। তারপর আদেশ শোনানো হইবে এবং সেই ব্যক্তিকে উল্টা মুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয়ত এমন একজন ধন্যাঢ্য ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহর সামনে তাহাকে হাজির করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দেওয়া নেয়ামতসমূহ তাহাকে স্মরণ করাইবেন। সে স্বীকার করিবে। আল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সব নেয়ামত দ্বারা তুমি কি কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, হে আল্লাহ! তোমার পছন্দনীয় পথে তোমার সন্তুষ্টির আশায় আমি অর্থ সম্পদ ব্যয় করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমাকে দানশীল বলা হইবে এই আশায় তুমি দান করিয়াছ। সেসব বলা হইয়াছে। তারপর আদেশ শোনানো হইবে এবং তাহাকে উল্টা মুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। —(মুসলিম)

(٤٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৪২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছুল (ছঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার ধন সম্পদ উপার্জনের আশায় যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় জ্ঞান অর্জন করা উচিত ছিল, রোজ কেয়ামতে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধও পাইবে না। —(আবু দাউদ)

(٤٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৪৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছুল (ছঃ) বলিয়াছেন, শেষ যমানায় এমন কিছু লোক বাহির হইবে যাহারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া হাসিল করিবে। বাঘের নরম চামড়ার পোশাক পরিধান করিবে। অর্থাৎ লোকেরা মনে করিবে, ইহারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত নহে। তাহাদের কথা হইবে চিনির মতো মিঠা, কিন্তু অন্তর হইবে বাঘের মতো ভয়ানক। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে বলেন, আমি শিথিলতার ব্যবস্থা করিয়াছি এজন্য কি তাহারা ধোকার মধ্যে রহিয়াছে? নাকি তাহারা আমার ব্যাপারে ভয়হীন হইয়া মোকাবেলা করার সাহস দেখাইতেছে? আমি নিজের কসম করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাদের মধ্যে তাহাদের ভিতর হইতেই এমন ধরনের ফেতনা প্রকাশ করিব যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাও দিশাহারা হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে এমন লোক নিযুক্ত করিব যাহারা তাহাদেরকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। —(তিরমিজি)

(٤٤) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ–

(৪৪) হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবু ফাজালা আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছুল (ছঃ)-কে আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সকল লোককে একত্রিত করিবেন। যে কেয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নাই। সে সময় একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, আল্লাহ তায়ালার জন্য করা কোন কাজে কেহ যদি অন্য কাহাকেও শরিক করে, সেই কাজের বিনিময় যেন সেই শরিকের নিকট হইতে চাহিয়া নেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোন রকম শরিকের ধার ধারেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি বেপরোয়া। —(তিরমিজি)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা কোন শরিকের ধার ধারেন না– একথার অর্থ হইতেছে, অন্যান্য শরিকগণ যেমন অন্যের শিরকত গ্রহণ করেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারো এরকম অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেন না।

(٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ أَوْ أَرَادَ بِهٖ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ–

(৪৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছুল (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশে যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করিয়াছে সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে নির্ধারণ করিয়া নেয়। (অন্য কোন উদ্দেশ্য যেমন খ্যাতি অর্জন, ধনসম্পদ অর্জন)। —(তিরমিজি)

(٤٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ –

(৪৬) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছুল (ছঃ) বলিয়াছেন, জুব্বুল হোজন হইতে তোমরা পানাহ চাও। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জুব্বুল হোজন কি? রাছুল (ছঃ) বলিলেন, ইহা দোযখের একটি মাঠ। প্রতিদিন একশতবার দোযখ এই জুব্বুল হোজন হইতে পানাহ চায়। রাছুল (ছঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সেখানে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি বলিলেন, সেই সব ক্বোরআন পাঠকারী সেখানে প্রবেশ করিবে যাহারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে আমল করে। —(তিরমিজি)

(٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ –

(৪৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছুল (ছঃ) বলিয়াছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক তৈয়ার হইবে যাহারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিবে এবং ক্বোরাআন পাঠ করিবে (তারপর উদ্দেশ্য লাভের জন্য শাসকদের নিকট গমন করিবে)। তাহারা বলিবে, আমরা শাসকদের নিকট গমন করি এবং তাহাদের দুনিয়া হইতে উপকৃত হই। তবে নিজেদের দ্বীনের কারণে তাহাদের ক্ষতি হইতে নিজেদের রক্ষা করি। অথচ এরকম কখনো হওয়া সম্ভব নহে। (ব্যক্তিগত উদ্দেশে শাসকদের নিকট গমন করিয়া দ্বীনকে প্রভাবিত করিবে না, এরকম কাজ হইতেই পারে না)। কাঁটাযুক্ত গাছের নিকট হইতে কাঁটা ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া সম্ভব নহে, তেমনি শাসকদের নিকট যাওয়ার পর মন্দ ছাড়া ভালো কিছু পাওয়ার আশা পূরণ হয় না। —(ইবনে মাজা, তারগীব)

(٤٨) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ -

(৪৮) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) হুজরা হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকটে আসিলেন। সে সময় আমরা মছীহে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। রাছূল (ছঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চাইতে বিপজ্জনক জিনিসের কথা বলিব না? আমরা বলিলাম, বলুন! তিনি বলিলেন, ইহা হইতেছে শিরকে খফি। যেমন কোন ব্যীক্ত নামাযের জন্য দাঁড়াইল তারপর নামায খুব সুন্দরভাবে আদায় করিল যেন, অন্য কেহ তাহাকে নামায আদায় করিতে দেখিতেছে। −(ইবনে মাজা)

(٤٩) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ-

(৪৯) হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, এই উম্মতকে সম্মান সুখ্যাতি, উন্নতি সহায়তা এবং দুনিয়ায় বিজয়ের সুসংবাদ শোনাও। যে ব্যক্তি দুনিয়ার লাভ পাওয়ার আশায় আখেরাতের কাজ করিবে, আখেরাতে তাহার কোন অংশ থাকিবে না। −(মোসনাদে আহমদ)

(٥٠) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ-

(৫০) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ)-কে একথা বলিতে আমি শুনিয়াছি, অন্যকে দেখানোর উদ্দেশে নামায আদায়কারী ব্যক্তি শিরক করিয়াছে। অন্যকে দেখানোর উদ্দেশে যে সদকা করিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। − (মোসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যেসব লোককে দেখানোর উদ্দেশে এইসব আমল করিয়াছে তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালার শরিক করিয়াছে। এই রকমভাবে আমল করা হইলে সেই আমল আল্লাহ তায়ালার জন্য থাকে না। যাহাদেরকে দেখানোর উদ্দেশে আমল করা হইয়াছে তাহাদের জন্য হইয়া যায়। ফলে সেইসব আমলকারী সওয়াব পাওয়ার পরিবর্তে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হইয়া পড়ে।

(٥١) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ:مَايُبْكِيْكَ؟قَالَ-

(৫১) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি কাঁদিতেছিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন− রাছূল (ছঃ)−কে বলিতে শুনিয়াছি, এরকম একটি কথা আমার মনে পড়িয়াছে, এই জন্য

কাঁদিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শিরক এবং গোপন খাহেশের ভয় করিতেছি। আমি বলিলাম, হে রাছূল! আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরকে লিপ্ত হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তবে তাহারা চাঁদ, সূর্য ও পাথর প্রতিমার উপাসনা করিবে না। কিন্তু নিজেদের আমলে রিয়াকারী করিবে। গোপন খাহেশ অর্থাৎ শাহওয়াতে খাফিফ্যাহ পোষাণ করিবে। তাহা হইতেছে, তোমাদের মধ্যে কেহ রোযা রাখিল, তারপর তাহার সামনে পছন্দনীয় কোন জিনিস আসিলে সে নিজের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে। −(মোসনাদে আহমদ)

(٥٢) عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ-

(৫২) হযরত মোআজ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, শেষ যমানায় এমন লোক দেখা যাইবে যাহারা প্রকাশ্যে বন্ধু হইবে, কিন্তু ভিতরগত ভাবে হইবে শত্রু। জিজ্ঞাসা করা হইল, এরকম কেন হইবে? রাছূল (ছঃ) বলিলেন, পারস্পরিক স্বার্থের কারণে বাহ্যিক বন্ধুত্ব থাকিবে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শত্রুতার কারণে একে অন্যকে ভয় করিবে। −(মোসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া বন্ধুত্ব ও শত্রুতা গড়িয়া উঠিবে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির চিন্তা করা হইবে না।

(٥٣) عَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ-

(৫৩) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) একদিন আমাদের উদ্দেশে ওয়াজ করিলেন। তিনি বলিলেন, এই শিরক অর্থাৎ রিয়াকারী হইতে দূরে থাক। কারণ ইহা হইতেছে পিঁপড়ার চলার চেয়েও নিঃশব্দ। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, এরকম নিঃশব্দ শিরক হইতে আমরা কিভাবে নিজেদের রক্ষা করিব? রাছূল (ছঃ) বলিলেন, এই দোয়া পাঠ করিবে−

اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَالَا نَعْلَمُهُ-

অর্থাৎ− হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সেই শিরক হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা আমরা জানি এবং তোমার নিকট সেই শিরক হইতে ক্ষমা চাহিতেছি যাহা আমরা জানিনা। −(মোসনাদে আহমদ)

(٥٤) عَنْ أَبِى بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ -

(৫৪) হযরত আবু বারজা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি আশঙ্কা করিতেছি, তোমরা তোমাদের পেট এবং লজ্জাস্থানের সহিত

সম্পর্কিত খাহেশে লিপ্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে (হারাম খাওয়া ব্যভিচার করা ইত্যাদি)। এছাড়া আশঙ্কা করিতেছি এমন খাহেশাতে লিপ্ত হওয়ার যাহা তোমাদেরকে প্রথভ্রষ্টতার দিকে লইয়া যাইবে। —(মোসনাদে আহমদ, বাযযার, তিবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(٥٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ-

(৫৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাছূল (ছঃ)-কে আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি, নিজের আমল লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রচার করিবে, তাহার লোক দেখানো আমল আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের নিকট পৌছাইবেন। তারপর মানুষের দৃষ্টিতে তাহাকে নিকৃষ্ট এবং হেয় করিয়া দিবেন।

—(তিবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(٥٦) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ قَالَ -

(৫৬) হযরত মোআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ায় বিখ্যাত হওয়ার উদ্দেশে এবং মানুষকে দেখানোর জন্য যে ব্যক্তি আমল করিবে, কেয়ামতের দিন সকল মাখলুকের সামনে শোনানো হইবে যে, মানুষকে দেখানোর জন্যই এই ব্যক্তি কাজ করিয়াছিল।

—(তিবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(٥٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ -

(৫৭) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, রোজ কেয়ামতে সীলগালাযুক্ত আমলনামা উপস্থিত করা হইবে এবং তাহা আল্লাহর সামনে পেশ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কাহারো আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা গ্রহণ কর। কাহারো আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা ফেলিয়া দাও। ফেরেশতাগণ বলিবেন, হে আল্লাহ! তোমার মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ, আমরা তো ইহার মধ্যে ভালো ব্যতীত মন্দ কিছু দেখি নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই সকল আমল তাহারা আমার জন্য করে নাই। আজ আমি শুধু সেই সব আমল কবুল করিব যাহা একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে করা হইয়াছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, ফেরেশতাগণ বলিবে হে আল্লাহ! তোমার মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ, আমরা তো সেই সব আমল লিখিয়াছি যাহা সে করিয়াছে। আল্লাহ বলিবেন, তোমাদের কথা সত্য। কিন্তু তাহার আমল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে ছিল না, অন্য উদ্দেশে ছিল। —(তিবরানী বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(٥٨) عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ أَنَّهُ قَالَ : وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ-

(৫৮) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, ধ্বংসকরী কাজ হইতেছে কৃপণতা, প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

—(বাযযার, বায়হাকী, তারগীব)

(٥٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ : مِنْ أَسْوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ -

(৫৯) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম যে অন্যের দুনিয়াবী লাভের জন্য নিজের আখেরাত বিনষ্ট করিয়া দেয়। অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ করিয়া অন্যকে উপকৃত করে, অথচ নিজের আখেরাত বরবাদ হইয়া যায়।

—(বায়হাকী)

(٦٠) عَنْ عُمضَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ -

(৬০) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাছূল (ছঃ) বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য সেই মোনাফেকের অধিক ভয় পোষণ করি যে ব্যক্তি জিহ্বার আলেম হয়। অর্থাৎ নিজে এলেমের কথা বলে অথচ আমল করে না।

—(বায়হাকী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে মোনাফেক দ্বারা রিয়াকার এবং ফাছেকে বোঝানো হইয়াছে।

(٦١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ-

(৬১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস খোজাঈ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, কেহ যদি লোক দেখানো বা পরিচিতি লাভের উদ্দেশে সৎকাজে মনযোগী হয়, এই নিয়ত ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে।

—(তাফসীরে ইবনে কাছির)

(٦٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ-

(৬২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়াতে সুনাম সুখ্যাতির পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ কেয়ামতের দিন অপমানের পোশাক পরাইবেন এবং সেই পোশাকে আগুন ধরাইয়া দিবেন।

—(ইবনে মাজা)